দৈনিক বাংলা

তারিখ ... 04 OCT 1995 ... ...
পৃষ্ঠা ... ৫ ... কলাম ... ১ .....

57

বিজ্ঞাপনের মেডিক্যাল স্কুল

চিকিৎসা শাস্ত্রে বুৎপত্তি লাভের জন্য আজকাল প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা অগণন। প্রায় প্রতিদিনই এ ধরনের বিজ্ঞাপন থাকে সংবাদপত্রে। চিকিৎসা শাস্ত্রের বিভিন্ন বিষয় শিক্ষাদানের জন্য এ ধরনের প্রতিষ্ঠান গড়ে উঠছে রাজধানী ঢাকাসহ বিভিন্ন জেলা শহরে।

এ ধরনের বিজ্ঞাপনে প্রতিষ্ঠানের রেজিস্ট্রি নম্বর থাকে। এলএমএফ, এমবিবিএ–এর মত নতুন নতুন নামের ডিগ্রীর খবর থাকে। বলা হয়, এ সকল প্রতিষ্ঠানে ভর্তি হয়ে পড়াশুনা করে পাস করলে তাদের উপরোক্ত ডিগ্রী দেয়া হবে। তারা গ্রাম–গ্রামান্তরে কঠিন কঠিন রোগের চিকিৎসা করে জীবিকা অর্জন করতে পারবে। সর্বশেষ লেখা থাকে টাকার অংক। এই নির্দিষ্ট পরিমাণ টাকা দিলেই ফরম পাওয়া যাবে। এবং ঐ ফরমেই প্রতিষ্ঠানে ভর্তি হওয়ার জন্য আবেদন করতে হবে।

বিভিন্ন ব্যবসা–বাণিজ্য এবং চাকরি নিয়ে এ ধরনের বিজ্ঞাপনের আজকাল আর হিসাব–নিকাশ যেন নেই। দীর্ঘদিন ধরে এক শ্রেণীর নাগরিক এই বিজ্ঞাপনের ব্যবসা করছে। পরবর্তীকালে জানা যাচ্ছে যে ঐ বিজ্ঞাপন এক ধরনের ব্যবসায়ের হাতিয়ার। সাধারণ ও গরীব বেকার যুবকেরা এই বিজ্ঞাপনে আকৃষ্ট হয়ে টাকা দিয়ে ফরম পূরণ করে আবেদনপত্র পেশ করে। পরবর্তীকালে দেখা যায়, ঐ ধরনের প্রতিষ্ঠানের আর কোন পাত্তা নেই। অর্থাৎ ফরম বিক্রি করে অর্থ উপার্জনও একটি নিয়মিত ব্যবসায়ে পরিণত হয়েছে। এ জন্য এ পর্যন্ত এ ধরনের অনেক প্রতিষ্ঠানের বিরুদ্ধেও ব্যবস্থা নেয়া হয়েছে। কিন্তু বিজ্ঞাপন ব্যবসা এখনো চলছে। এ নিয়ে সাধারণত অনেকে আজকাল আর মাথা ঘামায় না।

কিন্তু প্রশ্ন দেখা দেয় বিজ্ঞাপনগুলি চিকিৎসা সংক্রান্ত হওয়ায়। এ ধরনের চিকিৎসা প্রতিষ্ঠান আদৌ সরকার–স্বীকৃত কিনা বা এ ধরনের প্রতিষ্ঠানের চিকিৎসা সম্পর্কে কোন শিক্ষাদানের যোগ্যতা আছে কিনা সে প্রশ্ন নিশ্চয়ই বিবেচ্য। সাধারণ অভিজ্ঞতায় দেখা গিয়েছে, বিভিন্ন নামে এ ধরনের অসংখ্য প্রতিষ্ঠান দেশে গড়ে উঠেছিল চিকিৎসা সংক্রান্ত প্রশিক্ষণ বা শিক্ষাদানের জন্য। এরা সার্টিফিকেটও দিয়ে থাকে। কিন্তু এদের সার্টিফিকেট কোথায়ও গ্রাহ্য হয় না। শেষ পর্যন্ত এ প্রতিষ্ঠানগুলি পরিণত হয় নতুন হাতুড়ে ডাকতার তৈরির কারখানা হিসাবে। সে কারখানাও আবার পাততাড়ি গুটায় কিছু টাকা পয়সা উপার্জন করার পর। গ্রাম–গ্রামান্তরের শিক্ষার্থীদের অবস্থা হয়ে দাঁড়ায়–না ঘরকা না ঘাটকা।

চিকিৎসা নিয়ে এ ধরনের পরিস্থিতি নিশ্চয়ই বাঞ্ছনীয় নয়। কোন কালেই চিকিৎসা শাস্ত্র নিয়ে হেলাফেলা করা হয়নি। উপমহাদেশের জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের সঙ্গে গড়ে উঠা ন্যাশনাল মেডিক্যাল ইনস্টিটিউটগুলিকেও শেষ পর্যন্ত একটি পাঠক্রমের ভিত্তিতে নিয়মিত করা হয়েছে। চিকিৎসার ক্ষেত্রে কোন ছিনিমিনি খেলা আদৌ গ্রহণযোগ্য বা বাঞ্ছনীয় নয়। তাই স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয় এ ব্যাপারটি গুরুত্ব দিয়ে দেখবেন বলেই আশা করি। যে কেউ খুশী বিজ্ঞাপন দিয়ে এ ধরনের চিকিৎসা শাস্ত্রের স্কুল খুলে বসবে তা আদৌ স্বাভাবিক নয়। এ ব্যবসা বন্ধ হওয়া প্রয়োজন।